ত্রিপুরার উচ্চ আদালত

আগরতলা

(ফৌজদারি আপিল নং ২০/২০১৯)

Criminal Appeal 20 of 2019

শ্রী সাজন সুক্লাবৈদ্য

পিতা : জিতেন্দ্র শুক্লবৈদ্য, সাকিন: পূর্ব হুড়ুয়া

থানা : ধর্মনগর, জিলা : উত্তর ত্রিপুরা

---- বাদী

বনাম

ত্রিপুরা রাজ্য

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব,

ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

---- বিবাদী

বাদী(দের) পক্ষে: শ্রীমতি এম. রায় আইনজীবী

বিবাদী(দের) পক্ষে: শ্রী এস ঘোষ মহাশয়, অতিরিক্ত সরকারি আইনজীবী

শুনানির, রায় এবং আদেশ প্রদানের তারিখ: ১২.০৪.২০২১

প্রতিবেদনযোগ্য কিনা: হ্যাঁ / না

বিচারপতি অরিন্দম লোধ মহাশয়

বিচার (মৌখিক)

১২/৪/২০২১

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতি এম. রায় মহোদয়া এবং সেইসাথে, রাজ্য-বিবাদী পক্ষের হয়ে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ অতিরিক্ত সরকারী আইনজীবী, এস ঘোষ মহোদয় কে শুনা হলো ।

2. এটি ২০১৮ সালের মামলা নম্বর স্পেশাল (POCSO) ০৮ এ ১২.০৬.২০১৯ ইং তারিখের দেওয়া দোষী সাব্যস্ত করা এবং শাস্তির রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা নং ৩৭৪ অধীনে একটি আপীল, যেখানে এবং যার অধীনে মাননীয় বিশেষ জজ (POCSO), ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা, বাদীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা নং ৩৫৪ (অ)(১)(i) এবং যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন, ২০১২ (সংক্ষেপে POCSO) এর ধারা নং ৮ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা নং ৩৫৪ (ক)(১)(i) এর অধীনে অপরাধ করার জন্য তাকে এক বছরের কঠোর কারাদণ্ড এবং ইত:পূর্বে নিশ্চিত শর্তাবলীর অনুসারে ৫,০০০ টাকা জরিমানা প্রদান করার জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন এবং উপরন্তু তাকে POCSO আইনের ধারা নং ৮ এর অধীনে অপরাধ করার জন্য তিন বছরের কঠোর কারাদণ্ড এবং ইত:পূর্বে নিশ্চিত শর্তাবলীর অনুসারে ৫,০০০ টাকা জরিমানা প্রদান করার জন্য শাস্তি (র ঘোষণা করেছিলেন) দিয়েছিলেন।

3. ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নির্যাতিতা মেয়ের বাবা ধর্মনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এ কথা জানিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেন যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার দিনে দুর্ঘটনার শিকার তার কন্যা তার বন্ধু অর্থাৎ 'সুমি' এর বাড়িতে গিয়েছিল এবং তারা যখন 'সুমি' র ঘরে ঢুকেছিল, তখন একজন সাজন (এখানে আসামি-বাদী) ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে নির্যাতিতাকে তার স্তন স্পর্শ করে এবং তার ফ্রক(জামা) টেনে শ্লীলতাহানি করে। সুমি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং অভিযুক্তকে ওই কাজ না করার জন্য সাবধান করে। একইসঙ্গে নির্যাতিতা মেয়ে চিৎকার দেয়। এতে অভিযুক্ত আতঙ্কিত হয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এরপর সুমি এবং নির্যাতিতা মেয়ে দুজনেই তাদের বাড়ির দিকে অগ্রসর হয় এবং সুমির বাড়ি থেকে বের হওয়া মাত্রই তাদের শ্রীমতী সুক্কা রানী গোস্বর (PW-4) এর সঙ্গে দেখা হয় এবং উনার কাছে ঘটনাটির বর্ণনা করে। তারপরে, নির্যাতিতা মেয়েটি সুমিকে নিয়ে তাদের বাড়িতে এসে ঘটনাটি তার পিতামাতার কাছে বর্ণনা করে এবং তারপরে, নির্যাতিতার বাবা কিরণ মাণিক্য শর্মা, অর্থাৎ অভিযোগকারী (PW -3) এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন।

4. এই অভিযোগের ভিত্তিতে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা নং ৩৫৪ খ এবং পকসো আইনের ধারা নং ৪ এর অধীনে ধর্মনগর মহিলা থানার মামলা নং ২০১৬ WDN 026 নম্বরে মামলা নথিভুক্ত করে । তদন্ত চলা কালীন, তদন্তকারী আধিকারিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, এবং হ্যান্ডস্কেচ ম্যাপ তৈরী করেন, উপলব্ধ সাক্ষীদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা নং ১৬৪(৫) এর অধীনে নির্যাতিতা মেয়েটির বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। তদন্তকারী আধিকারিক নির্যাতিতার জন্ম সনদও বাজেয়াপ্ত করেন এবং বাজেয়াপ্ত তালিকা তৈরি করেন। প্রাথমিক ভাবে একটি মামলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তদন্তকারী আধিকারিক অভিযুক্ত-বিবাদীর বিরুদ্ধে পকসো আইনের ধারা নং ৮ এর সাথে সহ পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা নং ৩৫৪ খ এর অধীনে নথিভুক্ত অভিযোগ পত্র জমা দেন।

5. অভিযোগ পত্র প্রাপ্তির পর পকসো আইনের ধারা নং ৮ এর সাথে সহ পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা নং ৩৫৪ খ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের স্বজ্ঞান নেওয়া হলো। পক্ষগণকে শুনার পর, মাননীয় ট্রায়াল আদালতে আদালত দ্বারা অভিযোগ পত্র গঠন করা হলো, যাহাতে বাদীগণ দোষী না হওয়ার আবেদন করেন এবং বিচারের দাবি করেন ।

6. প্রসিকিউশন অভিযোগ প্রমাণের জন্য নির্যাতিতা মেয়ে সহ ৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেয়। সাক্ষ্য নথিভুক্ত সমাপ্তি করার সময়, মাননীয় ট্রায়াল আদালতে আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা নং ৩১৩ এর অধীনে অভিযুক্তকে জেরা করেন, যেখানে তিনি অপরাধমূলক বিবৃতি এবং উপকরণগুলির বিষয়ে তাকে অবহিত করেন, যা বিচার চলাকালীন তার বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন সাক্ষীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল যাহাতে অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে তিনি তার পক্ষে কোনো প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর, পক্ষের জন্য উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা শুনে এবং নথিবদ্ধ থাকা সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে, মাননীয় ট্রায়াল আদালতে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দোষের প্রমাণ ফেরৎ পাঠান এবং তাকে পূর্বোক্ত বর্ণিত হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ডিত করেন ।

7. উল্লিখিত রায় এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আদেশে ব্যথিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে, আবেদনকারী তার দোষী সাব্যস্তকরণ এবং শাস্তির বৈধতা ও যথার্থতার বিরুদ্ধে এই আদালতে উক্ত আপিল দায়ের করেন।

8. বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতি রায় ব্যক্ত করেন যে নির্যাতিতা মেয়ের বক্তব্য এবং নির্যাতিতার মা শ্রীমতী লীনা শর্মার (PW 1) বক্তব্যের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে।

9. মামলার গুণাগুনে অগ্রসর হওয়ার আগে এবং নথিবদ্ধ থাকা সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করার পূর্বে, এটি পরিষ্কার করা উচিত যে PW-1 শ্রীমতি লীনা শর্মা একজন মানসিক রোগী, তবে PW-1-এর প্রমাণগুলি বিবেচনা করার পর, এটি সামনে এসেছে যে সুমি সুক্লাবৈদ্য (PW -5) তার কাছে বর্ণনা করেন যে নির্যাতিতা যখন তার কক্ষে প্রবেশ করে তখন অভিযুক্ত তার কক্ষে এসে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং নির্যাতিতার গোপনাঙ্গ স্পর্শ করে।

9.1। PW-2, নির্যাতিতা মেয়ে, স্পষ্টভাবে বলেছে যে ঘটনার তারিখ এবং সময়ে সে সুমির রুমে প্রবেশ করলে আসামি কক্ষে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে তার স্তন স্পর্শ করে তার ফ্রক(জামা) টানে । সে প্রতিহত করে এবং চিৎকার দেয়। তার বান্ধবী সুমিও অন্তর্ভুক্ত সাজনকে এই কাজ না করার জন্য সাবধান করে। এসময় দুজনেই চিৎকার করলে অভিযুক্ত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তার জেরা থেকে কিছুই উপলব্ধি করা যায়নি।

9.2। PW-3,অভিযোগকারী কিরণ মাণিক্য শর্মা অর্থাৎ নির্যাতিতার বাবা, একই সুরে সাক্ষ্য দেন যেভাবে তিনি তার অভিযোগে বলেছেন।

9.3। PW-4, শ্রীমতি সুক্লা রানী গোস্বামী, সাক্ষ্য দেন যে তিনি নির্যাতিতা মেয়ে ও সুমি কে ওই বাসা থেকে বের হতে দেখেছেন। নির্যাতিতা ও সুমি উভয়েই বাদী সাজনের দ্বারা সংঘটিত ঘটনাটির বর্ণনা করেছে।

9.4। নির্যাতিতার বান্ধবী PW -5 শ্রীমতি সুমি সুক্লাবৈদ্য, নির্যাতিতার পাশাপাশি PW-4 এর বিবৃতিকে সমর্থন করে।

9.5। PW-6 ডঃ অরিন্দম দাস হলেন সেই ডাক্তার যিনি নির্যাতিতা মেয়ের ডাক্তারি পরীক্ষা করেছিলেন।

9.6। PW-7 শ্রীমতি সম্পা দাস হলেন মামলার তদন্তকারী অধিকর্তা।

10. উপরোক্ত নথিবদ্ধ থাকা সাক্ষ্য-প্রমাণগুলিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে, আমার মতে, প্রসিকিউশন POCSO আইনের ধারা নং ৮ এর সাথে সহ পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা নং ৩৫৪ এর অধীনে বাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রসিকিউশনের মামলার প্রধান অংশটি হল যে সেই দুর্ভাগ্যজনক তারিখ ও সময়ে নির্যাতিতা সুমি সুক্লাবৈদ্য (P.W. 5) এর বাড়িতে গিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলে আসামিও প্রবেশ করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর, সে নির্যাতিতা মেয়ের গোপনাঙ্গ স্পর্শ করেন। নির্যাতিতা মেয়ে ও তার বন্ধু সুমি, P.W. 5 এর সাক্ষ্যপ্রমাণে কোনো অমিল নেই।

11. নির্যাতিতা মেয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা নং ১৬৪(৫) এর অধীনে যে বক্তব্য দিয়েছে তা আমি লক্ষ্য করেছি। ঘটনার **তৎক্ষণাৎ** পরেই মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেওয়া বিবৃতি থেকে কোন বাস্তবিক বিচ্যুতি নেই। নির্যাতিতার (PW-2) পাশাপাশি PW-5 এর দ্বারা দেওয়া বিবৃতিকেও PW-4 এর প্রমান সমর্থন করে। যদিও PW-4 ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেনি, তবে, তাকে তার বিবৃতি খুব স্পষ্টভবে দিতে দেখা গেছে যে সে নির্যাতিতা কন্যাকে এবং P.W. 5 কে সুমির বাসা থেকে বের হতে দেখেছে এবং নির্যাতিতার বাড়ি যাওয়ার পথে নির্যাতিতা এবং সুমি দুজনেই অভিযুক্তের দ্বারা নির্যাতিতার উপর ঘটিত ঘটনার বর্ণনা দেয়। উক্ত বিবৃতিটি যাহা ঘটনার **তৎক্ষণাৎ** পরেই করা হয় তা রেস গেস্টে *(res gestae)* এর প্রমাণ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ধারা নং ৬ এর অধীনে প্রাসঙ্গিক এবং প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্য। এরপর বাড়িতে ফিরে PW-5 এবং PW-2 নির্যাতিতা কন্যা উভয়েই ঘটনাটি তাদের পিতামাতার কাছে বর্ণনা করে এবং ঘটনাটি শোনার পর নির্যাতিতার বাবা (PW-3) অভিযোগ দায়ের করেন।

12। সম্পূর্ণ প্রমাণের ক্রমবর্ধমান পাঠে, আমি বুঝতে পারি যে প্রসিকিউশন পরিস্থিতির সম্পূর্ণ ঘটনাক্রম স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে এবং প্রসিকিউশন মামলায় কোন ফাঁক নেই। সেই অনুসারে, আমি মাননীয় বিশেষ জজের বিশ্লেষণে হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ খুঁজে পাই না ।

13.ফলে আপিল খারিজ করা হল। ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরার মাননীয় স্পেশাল জজ (POCSO) এর দ্বারা প্রদত্ত দোষী সাব্যস্ত করা ও শাস্তির আদেশ নিশ্চিত করা হলো।
এলসিআরগুলি ফেরৎ পাঠানো হোক।

বিচারক

দায়বর্জন(Disclaimer)

এই রায়টি শুধুমাত্র মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের এ.আই. কমিটিকে প্রেরণ করার জন্য বাংলা ভাষায় অনূদিত করা হলো। অন্য কোনো উদ্যেশ্যে বাংলায় অনূদিত এই রায়কে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক বা সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের ইংরেজি রায়টি যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকে অনুসরণ করতে হবে।